দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 06 APR 1997 ..
পৃঃ ...৮ কলাম ৭.....

02

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে সচিব পদে একজন বিতর্কিত ব্যক্তি

॥ রুকুনউদ্দৌলাহ্ ॥

সকল প্রকার নিয়মনীতি উপেক্ষা করে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সচিব পদে বিতর্কিত এক ব্যক্তিকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। এই ভাগ্যবান ব্যক্তি একদিকে যেমন দুর্নীতি ও চারিত্রিক স্খলনের দায়ে অভিযুক্ত, অপরদিকে তার বিরুদ্ধে। একই ধরনের আরো একটি অভিযোগ তদন্তাধীন।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সচিব পদটি গত ২৭শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রায় ৪ মাস শূন্য ছিল। পদটি পূরণের জন্যে বোর্ডের মহাপরিচালক দু'জনের নাম প্রস্তাব করে একটি ফাইল নোট (সিস-৫/৫/৫বদলি/ শাখা (৯৫) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠান। এ দু'জনের মধ্যে একজন হলেন বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের বর্তমান অধ্যক্ষ নাফিজুর রহমান এবং অন্যজন বরিশাল পলিটেকনিকের অধ্যক্ষ শাহ আলম। ফাইল নোটে প্রস্তাবিত দু'জনের গত ৫ বছরের মূল্যায়ন রিপোর্ট উল্লেখ করেন। তাতে বলা হয়, নাফিজুর রহমানের র‍্যাংকিং গড় ৯৫, অপরপক্ষের ৮০। নাফিজুর রহমানের চাকরি জীবনের দক্ষতার স্বীকৃতি হিসেবে তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান '৯২ ও '৯৬ সালে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পায়। বৃক্ষ রোপণে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পায় '৯৪ সালে। কিন্তু শাহ আলম তার কর্মজীবনে ঢাকা মহিলা পলিটেকনিকের অধ্যক্ষ থাকাকালে দুর্নীতি ও চারিত্রিক স্খলনের দায়ে তাকে বরিশাল পলিটেকনিকে শাস্তিমূলক বদলি করা হয়। সেখানেও তার বিরুদ্ধে একই ধরনের অভিযোগ ওঠে, যেটি এখন তদন্তাধীনরয়েছে।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মহাপরিচালক কর্তৃক প্রেরিত এ প্রস্তাবটি পরিবর্তন করার কথা বলে শিক্ষামন্ত্রী দু'দু'বার ফাইলটি ফেরত পাঠান। কিন্তু তৃতীয়বারও মহাপরিচালক একই সুপারিশ মন্ত্রণালয়ে পাঠান। শেষমেষ শিক্ষামন্ত্রী নিয়মনীতি উপেক্ষা করে শাহ আলমকেই মনোনয়ন দেন। অথচ সরকার প্রধান অহরহ বলছেন জ্যেষ্ঠতা ও দক্ষতাই হবে পদোন্নতির মাপকাঠি।